মেহেরপুরের তিন মাদ্রাসা ছাত্রী উদ্ধার; গ্রেফতার ৩

গাংনী উপজেলার বামন্দী দাখিল মাদ্রাসার উধাও হওয়া তিন ছাত্রীকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। সেই সাথে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন,আব্দুল হান্নান, রুমান আলী ও আলমগীর হোসেন।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের বাড়ি বিভিন্ন জেলায়। তারা ঢাকায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলো।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার্ মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গত রোববার (২৮মে) গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের মেয়ে ও বামন্দী দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্না খাতুন (১৪), একই গ্রামের সাইদুল ইসলামের মেয়ে ও একই মাদরাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী সূবর্ণা খাতুন (১৫) এবং জামরুল ইসলামের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনকে (১৫) বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে তাদের অভিভাবকরা গাংনী থানায় এসে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। ওই তিন ছাত্রী একই সঙ্গে প্রতিদিন মাদ্রাসায় যাওয়া—আসা করতো। গ্রামের মানুষ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পাননি

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই ইসরাফিল বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিন মাদ্রাসা ছাত্রী উদ্ধার ও তিন জনকে ঢাকার বিভিণ্ণ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার কারনে না অন্য কোনো কারণে ওই মাদ্রাসা ছাত্রীরা ঢাকায় গিয়েছিলো। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় ২ মাসেও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রীর

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় বিথী খাতুন (১৪) নামে এক মাদরাসা ছাত্রী নিখোঁজের পর ২ মাস হলেও এখনো সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ বিথী খাতুন উপজেলার নতিডাঙ্গা মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির ছাত্রী এবং আবাসন এলাকার বাদাম বিক্রেতা সামসুল ওরফে কালুর মেয়ে।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর মাঠে ঘাস কাটতে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় ডায়েরি করা হয়।

পরিবার ও থানা সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গায় আবাসনে দিনমজুর কালুর পরিবার। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও বাদাম বিক্রি করে তার মেয়ে বিথী খাতুনকে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করায়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর দিনমজুর কালুর মেয়ে বিথী খাতুন বাড়ির ছাগলের জন্য দুপুর ১২ টায় মাঠে ঘাস আনতে যায়। দুপুরে গিয়ে বিকেল হলেও সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন এলাকাবাসী বিথীকে খুঁজতে বের হয়।

দুই দিন যাবৎ মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় খোঁজ তল্লাশি চালায়। কয়েক গ্রামে বিথীর সন্ধানে মাইকিং করে। তারপরও কোন সন্ধান মেলেনি বিথীর। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়। গত ২ মাস পার হলেও বিথীর কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশায় ভুগছে পরিবার। সন্ধানে স্বজনরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

নিখোঁজ বিথীর পিতা সামসুল ইসলাম কালু জানান, প্রতিদিনের মতো গত ১৯ শে ডিসেম্বর দুপুরে বিথী মাঠে ছাগলের জন্য ঘাস আনতে যায়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলেও তার কোন সন্ধান না পেয়ে মাঠে খোঁজ তল্লাশি করা হয়। খুঁজে না পেয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়েছে। গত ২ মাস অতিবাহিত হলেও মেয়েটি জীবিত আছে কিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর খোজঁ করতে অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, নিখোঁজ ডায়েরির পর থেকে পুলিশ বিথীকে উদ্ধারে তৎপর রয়েছে।